লোকসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান চেতনা

পর্ণা মণ্ডল
অতিথি অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ
দক্ষিণেশ্বর হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ
ফর উইমেন

"ও পারেতে বৃষ্টি এল,
ঝাপসা গাছপালা।
এ পারেতে মেঘের মাথায়
একশো মানিক জ্বালা,
বাদল হাওয়ায় মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান –
'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদেয় এল বান ।' " [১]

বাংলার বিখ্যাত লৌকিক ছড়া 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর .....' – এর অভিনব প্রায়োগিক একটি ক্ষেত্র উপরোক্ত রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের এই কবিতাংশটি। আসলে, সমাজ-সংস্কৃতি –সাহিত্যকে নিবিড়ভাবে অন্তরে বুনন করে, বৈজ্ঞানিক আতশ কাচে চোখ রেখে তাকে দেখার এক নাম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথ ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনার প্রসঙ্গ ইদানীং আলোচ্য বিষয় তো বটেই, পাশাপাশি লোকসংস্কৃতির অন্যতম ধারা লোকসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের হাতে নবজীবন লাভ করে যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রকেও উন্মুক্ত করেছে। বিজ্ঞানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যেমন আছে যুক্তিগ্রাহ্য মনোভঙ্গি, তেমনই আছে ক্ষেত্র সমীক্ষা, তথ্য সংগ্রহ, তথ্যের প্রায়োগিক দিক এবং পদ্ধতির প্রয়োগে বিশ্লেষণভঙ্গি ইত্যাদি বিভিন্ন সূক্ষ্ম প্রযুক্তিচেতনা। প্রথমেই ধরা যাক, ক্ষেত্রসমীক্ষা ও তথ্য সংগ্রহের দিকটি। ১৩০০ বঙ্গাব্দের ১৭ আষাঢ় অধুনা বাংলাদেশের শিলাইদহের কুমড়াখালি থেকে রবীন্দ্রনাথের সরলা রায়কে লেখা একটি চিঠি এক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

"মাননীয়াসু ,

ইংরেজীতে যেমন Nursery Rhymes আছে আমি সেইরূপ বাংলার সমস্ত প্রদেশের ছড়া সংগ্রহ করতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কতক কতক সংগ্রহও হইয়াছে। আপনি যদি পূর্ববঙ্গ হইতে আপনাদের আত্মীয় পরিচিত নিকট হইতে যথাসম্ভব আহরণ করিয়া দিতে পারেন ত বড় উপকার হয় ....." [২]

অনুসন্ধানী মন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন নিজে উদ্যোগী হয়েছিলেন তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে, তেমনই অন্য সংগ্রাহকদের দ্বারা অনুসন্ধানের বিষয়টিও নজর কাড়ে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তীকালে কোনো আদর্শ বা মানদণ্ড ছিলনা এমন ছড়া সংগ্রহের ক্ষেত্রে। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথই প্রথম এমনভাবে সংগ্রহের আদর্শ গড়ে তুললেন। নানাভাবে তথ্য সংগ্রহের পর সেই তথ্যকে প্রকরণভেদে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভাজনের মুনশিয়ানা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক। যেমন- 'ছেলেভুলানো ছড়া', 'ছেলেভুলানো ছড়া : ২', 'কবি-সংগীত', 'গ্রাম্যসাহিত্য' ও তার অন্তর্ভুক্ত আলোচনার নানান প্রেক্ষিত ইত্যাদি।

সচেতনভাবে না হলেও লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের বেশকিছু পদ্ধতি অর্থাৎ মেথড নানাভাবে রবীন্দ্রনাথ দ্বারা প্রয়োগের প্রমাণ মেলে, যা অবশ্যই তাঁর লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান চেতনার প্রতিফলন। যেমন- তুলনামূলক পদ্ধতি, জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি ইত্যাদি তাঁর 'লোকসাহিত্য' সম্বন্ধীয় আলোচনায় ও অন্যত্র লক্ষণীয়। হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণকথা বিষয়ক ছড়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে সূত্রাকারে তুলে ধরতে যে তুলনা অবলম্বন করেছেন রবীন্দ্রনাথ 'গ্রাম্যসাহিত্যে', তা নিঃসন্দেহে অভিনব। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ শেখ মকবুল ইসলামের মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য –"দেখা যাচ্ছে বিশ্লেষণের প্রশ্নে ' কমপ্যারেটিভ অ্যাপ্রচ' কে রবীন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেছেন। যেমন হরগৌরীর কথা ঘরের কথা, রাধাকৃষ্ণের কথা মর্মের কথা। প্রথমটি সমাজের গান,

দ্বিতীয়টি সৌন্দর্যের গান- এই সব ছোট সংহত অভিধায়, তাঁর তুলনাত্মক প্রকাশকে, রবীন্দ্রনাথ দ্যুতিময় করে তুলেছেন। আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথের এই তুলনাত্মক ভঙ্গী, বাংলা লোকসাহিত্যের আলোচনায় কমপ্যারেটিভ ফোকলরের পথ প্রস্তুত করেছিলেন"। [৩]

"..... ছড়াগুলি স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য সে বিষয়ে বোধ করি কাহারো মতান্তর হইতে পারেনা। কারণ, ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃমাতামহীগণের স্নেহসংগীত স্বর জড়িত হইয়া আছে, এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহগণের শৈশব নৃত্যের নূপুরনিক্কণ ঝংকৃত হইতেছে"। [৪] সুতরাং ১৩০১- ১৩২০ বঙ্গাব্দ- এই সময়টি ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী ভাবনার এক উন্মেষপর্ব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য – পদ্ধতিবিজ্ঞান অনুযায়ী জাতীয়তাবাদী ভাবনা লোকসংস্কৃতিতে এসেছে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। অথচ রবীন্দ্রনাথ তার কত বছর আগে প্রায় বলা যায় ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এমন ভাবনার দিক খুলে দিলেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয়তাবাদী ভাবনা প্রকাশ পেল 'ঠাকুরমার ঝুলি' প্রসঙ্গে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবে আলোড়িত হয়ে খন্ডতা রোধে উদ্ভূত জাতীয়তাবোধের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ভূমিকা। সেখানেও তিনি 'ঠাকুরমার ঝুলি'কে স্বদেশী জিনিস' বলে উল্লেখ করেছেন। এই 'স্বদেশী জিনিস' 'ঠাকুরমার ঝুলি'র হাত ধরেই পৌঁছে যাওয়া যায় লোকসাহিত্যের আরেক অঙ্গ 'রূপকথা'র জাগতে। রূপকথা হল একপ্রকার লোককথা। শৈশবকালে রূপকথার জগতে আবিষ্ট হয়নি এমন ব্যক্তি পাওয়া দুষ্কর। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রূপকথার প্রত্যক্ষ প্রয়োগ অনন্য ভুবন সৃষ্টি করে। লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটি অবশ্যই লোকসংস্কৃতির প্রায়োগিক দিক। অজস্র উদাহরণের ভান্ডার থেকে কেবল কয়েকটি উদ্ধার করা যেতে পারে। যেমন –

"রাজার মেয়ে শোয় সোনার খাটে,
স্বপনে দেখে রূপরাশি।
রূপোর খাটে শুয়ে রাজার ছেলে
দেখিছে কার সুধা হাসি।" [৫]

অথবা

"শুনেছি রূপকথার গাঁয়ে
জোনাকি জ্বলা বনের ছায়ে
দুলিছে দুটি পারুল কুঁড়ি,
তাহারি মাঝে বাসা-
সেখান থেকে খোকার চোখে
করে সে যাওয়া-আসা।" [৬]

সুতরাং, বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আদর্শের পথপ্রদর্শক রবীন্দ্রনাথ যে লোকসংস্কৃতি চর্চার বৈজ্ঞানিক মনস্কতার পথও খুলে দিয়েছিলেন, একথা জোরপূর্বক স্বীকার্য।

.....

❖ তথ্যসূত্র :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর', 'শিশু', 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' (পঞ্চম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পৌষ ১৪১৫, পৃ. ৪৪।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা রায়কে লেখা চিঠি, (অনাথনাথ দাস ও বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত ‘ছেলেভুলানো ছড়া’, পৃ: ২৬০) শেখ মকবুল ইসলাম, ‘লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য’, ‘তবু একলব্য’ (বিশেষ সংখ্যা: রবীন্দ্র আবিষ্কার), দীপঙ্কর মল্লিক সম্পা. , কলকাতা, ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৪১৭, পৃ. ৫৭২
৩. তদেব, পৃ. ৫৭৩-৫৭৪
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘ছেলেভুলানো ছড়া: ২’ (ভূমিকা), ‘লোকসাহিত্য’, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, বৈশাখ ১৪১৯, পৃ. ৪৯
৫. ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে’ : ৪-‘নিশিথে’, ‘সোনার তরী’, ‘রবীন্দ্র-রচনাবলী, (দ্বিতীয় খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, আশ্বিন ১৪১৫, পৃ. ১৫
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘খোকা’, ‘শিশু’, ‘রবীন্দ্র-রচনাবলী’ (পঞ্চম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পৌষ ১৪১৫, পৃ. ১০.